ঠাকুর বলেন "বাছা ইচ্ছাতে কি হয়?
তব পতি রামতনু ভিন্ন কথা কয়।।
সন্তান জনম কর্ম্মে তার ইচ্ছা নাই।
কেমনে আদেশ দিব বল দেখি তাই।।
তবে যদি সাধ কর পুত্র কামনায়।
থাকগে নির্জ্জনে রামতনুর সেবায়।।
নিদ্রা না যাইয়া যদি থাকিবারে পার।
একপুত্র হবে তব দিলাম এ বর।।
পঞ্চবর্ষ নিশিদিনে অনিদ্রিতা র'য়ে।
তনু'র চরণপার্শ্বে রাত্রিতে বসিয়ে।।
পতি প্রতি শুদ্ধমতি ভক্তি অতিশয়।
পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফল তা'তে পাওয়া যায়।।
শুনিয়াছ শতানন্দ আস্তিকের জন্ম?
পুত্র পা'বে কর যদি সেইরূপ কর্ম।।"
একদিন রামতনু গেল ওড়াকান্দী।
ঠাকুর বলেন "রামতনু! শোন বিধি।।
তব নারী করে এক পুত্র আকিঞ্চন।
আমি কহিয়াছি এক নিগূঢ় কারণ।।
পঞ্চ বরষের মধ্যে নিদ্রা নাহি যা'বে।
মহা বীর্য্যবান এক সন্তান জন্মিবে।।
এই ব্রত পালনের করে দি'নু ধার্য্য।
তোমার নারীকে তুমি করিবে সাহায্য।।
শুদ্ধমতে স্ত্রী-পুরুষ যদি থাকে রাজী।
সফল জনম বটে তারা কাজে কাজী।।"
প্রভুর আজ্ঞায় দোঁহে 'সদা-জাগ' করে।
চরিত্র পবিত্র রাখে আজ্ঞা অনুসারে।।
এই মত পঞ্চবর্ষ সাধনা করিল।
প্রভুর কৃপায় নারী গর্ভবতী হ'ল।।
পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফল সেই নারী পেল।
শুভদিনে বীর্য্যবান পুত্র প্রসবিল।।
দীর্ঘ দেহ দীর্ঘ নাসা দীর্ঘ চক্ষু কর্ণ।
বীর্য্যবান দেখি নাম রাখিলেন "কর্ণ।।"
রামতনু পে'ল পুত্র প্রভুর কৃপায়।
কবি কহে বল হরি দিন চলে যায়।।

দেবী তীর্থমণির উপাখ্যান

রামকৃষ্ণ চারি পুত্র জ্যেষ্ঠ মহানন্দ।
শ্রীকুঞ্জবিহারী রাসবিহারী আনন্দ।।
রামকৃষ্ণ অনুজ শ্রীরামনারায়ণ।
তার হল পঞ্চপুত্র হরি পরায়ণ।।
নামে মত্ত বালা বংশ কৃষ্ণপুর গ্রামে।
সাধু কোটিশ্বর আর ধনঞ্জয় নামে।।
মতুয়া হইল সবে বলে হরিবোলা।
স্বজাতি সমাজ বাদ র'ল যত বালা।।
তাহার বলেন 'মোরা শঙ্কা করি কায়।
হরিনাম ত্যজিব কি স্বজাতির ভয়।।
হরি ব'লে কেন হীনবীর্য্য হ'য়ে র'ব।
সমাজিতে ত্যজ্য করে হরিবোলা হ'ব।।
মাতিয়াছি মহাপ্রভু হরিচাঁদ নামে।
নমঃশূদ্র তুচ্ছ কথা ডরিনা সে যমে।।
বাবা হরিচাঁদের করুণা যদি হয়।
বালা বংশ কুলমান কিছুই না চায়।।
হরি-প্রেম-বন্যা এসে কুল গেছে ভেসে।
জাতি মোরা হরিবোলা আর জাতি কিসে।।
সাধুর ভগিনী ধনী তীর্থমণি কয়।
তিনি কন 'হরিবোলা কারে করে ভয়?
মাতিল পুরুষ নারী ভয় নাহি মনে।
অভক্তকে ভয় কিসে মানিনে শমনে।।'
অন্যে বলে জাতিনাশা আরো দর্প করে।
পাষণ্ডরা ম'তো দিগে যায় মারিবারে।।
তাহা শুনি তীর্থমণি রাগে হুতাশন।
বলে 'আমি দলিব সে পাষণ্ডের গণ।।